ধানের বাকানি রোগ

বাকানি ধানের একটি ছত্রাক জনিত পরিচিত রোগ। Fusarium moniliforme নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এই রোগ গোড়া পঁচা বা সাদা ডাটা রোগ নামেও পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সব ধান উৎপাদনকারী দেশেই এ রোগ দেখা যায়। ১৯৫৩ সালে প্রথম এই রোগ বাংলাদেশে দেখা যায়। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বিশেষতঃ সিলেট অঞ্চলে এ রোগ একটি বড় সমস্যা। এ রোগের আক্রমণে ১৫% পযর্ন্ত ফলন কমতে পারে। কোন কোন দেশে এ রোগ দ্বারা ৪০% পর্যন্ত ফলন ঘাটতি হয়েছে।

বাকানি রোগের লক্ষণঃ

রোগের লক্ষণ বীজতলা ও মূল ধানের জমিতে দেখা যায়। আক্রান্ত ধানের চারা স্বাভাবিক চারার চেয়ে লম্বা হয়ে যায়এবং কখনো কখনো সুস্থ গাছের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন লম্বা হয়ে যায়। আক্রান্ত চারা গাছ ফ্যাকাশে হয়ে যায় । ফ্যাকাশে সবুজ পাতা অন্যান্য গাছের উপর দিয়ে দেখা যায়। আক্রান্ত কুশি লিকলিকে হয়ে যায়। নিচের দিকে গিটে অস্থানিক শিকড় দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত গাছ কোন রকমে বেঁচে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছড়ায় চিটা ধান বেশী হয়। ধান গাছ যখন মারা যায় তখন গাছের নিচের দিকের অংশে সাদা বা গোলাপী বর্ণের ছত্রাক লক্ষ্য করা যায়।

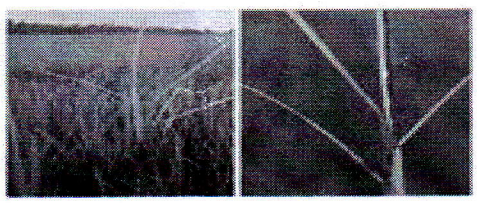

বাকানি রোগে আক্রান্ত ধানের ক্ষেত ও ধান গাছ

রোগ বিস্তারঃ

রোগাক্রান্ত বীজের মাধ্যমে বাকানি রোগটি ছড়ায় । মাটি এবং ফসলের পরিত্যাক্ত অংশেও রোগ জীবানু বেঁচে থাকে। বীজ অংকুরিত হওয়ার সময় ছত্রাক স্পোর বীজকে আক্রমণ করে এবং চারা গাছে বাকানির লক্ষণ দেখা দেয়। সাধারনত ঠান্ডা আবহাওয়ায় এই রোগ কম হয়। জমির তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর বেশী হলে এই রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। মাটিতে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) থাকলেও বাকানি রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার
- পরিমিত মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার
- আক্রান্ত গাছ জমি থেকে তুলে পুঁড়িয়ে ফেলা
- আগাছা ও খড়কুটো পুঁড়িয়ে ফেলা
- বীজ শোধন করা, যেমনঃ প্রতিকেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ঔষধ ভালভাবে মিশানো অথবা ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে তাতে ধানের বীজ সারারাত ভিজিয়ে রাখা।
- বীজতলা সব সময় পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা
- বীজ তলা হিসেবে একই জমি ব্যবহার না করা
- রোগমুক্ত এলাকা হতে বীজ সংগ্রহ করা
- ফসল সংগ্রহের পর শস্যের অবশিষ্টাংশ পুঁড়িয়ে ফেলা